উপসাগরের যুদ্ধ, এবং এদেশ

দিলীপ বাগচী

শেষ অবধি যুদ্ধ বেধে গেল। সম্ভবতঃ যুদ্ধ শেষও হতে চললো। যুদ্ধটা বাধানো হ'ল বলাটাই সঙ্গত। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে সারা বিশ্ব দেখছে, বৃহৎ শক্তিবর্গ একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার জন্য কি কসরৎই না শুরু করেছিল সেই জুলাই '৯০ থেকে। দীর্ঘকাল ধরেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পুঁজিবাদী অর্থনীতি যুদ্ধ-অর্থনীতির কোরামিন বা প্রাণদায়ী কোনও ওষুধ-এর ওপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী ঠাণ্ডাযুদ্ধের বাতাবরণ বজায় রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘস্থায়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। তাছাড়া কোরিয়ার যুদ্ধ, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্বয়ং বা বকলমে নানা যুদ্ধ বাধিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার ভাঁড়ারে মজুত অস্ত্রগুলি কিনতে বাধ্য করেছে ও করছে পৃথিবীর নানা দেশকে। উন্নতশীল দেশগুলিকে প্রতিবেশির সাথে শান্তিতে থাকতে না দিয়ে তাদেরকে করে তুলেছে নিজেদের অস্ত্রের দোকানের বড় খরিদ্দার। ফলে ঐসব দেশে উন্নয়ন ব্যাহত। অতএব, যুদ্ধাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী তথা বহুজাতিক পুঁজির একটা রমরমা বাজার খুঁজে পেয়েছে। ১৯৫৬ পরবর্তী সমাজতন্ত্রের ভেকধারী রাশিয়াও এই একই কৌশল অবলম্বন ক'রে বাণিজ্য চালাচ্ছিল। আজ ভেক খসে সমাজতন্ত্রের সিংহচর্মের ভেতর থেকে প্রকৃত গর্দভটি বেরিয়ে এসেছে। ফলে আমেরিকা ও তার দোস্তদের ঘাড়ে পুরনো প্রতিবন্ধী দেশগুলো ছাড়াও এখন নতুন করে এসে চেপেছে পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া এবং আরো কিছু 'মুক্ত স্বাধীন' দেশ। বিশ্বব্যাপী 'গণতন্ত্রের' স্বঘোষিত ও স্বনিযুক্ত অভিভাবক সেজে আজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মহা আর্থিক সংকটে পড়েছে। রুশ জুজুর ভয় তার নেই। চীনও তার কোনও শিবিরের 'চেয়ারম্যান' নয়। অতএব এখন বুঁদির কেল্লা গ'ড়ে লড়াই করা ছাড়া গতি নেই।

বিশ্বের কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বা রাষ্ট্র ইরাকের হঠাৎ করে এই কুয়েত দখল সমর্থন করছেন না। কিন্তু কেন ইরাক কুয়েত দখল করল সে কথা ইরাকের মুখেই শোনা যাক। আর ইতিহাস কি বলছে দেখা যাক।

কয়েক দশক আগে কুয়েত ছিল ইরাকের একটি প্রদেশ ; যেমন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছিল ভারতের এবং আরও আগে ব্রহ্মদেশ (অধুনা মায়ানমার) ছিল ভারতের। তৎকালে কুয়েতের তেলের রমরমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

করত ইংরেজ বণিকরা । চাপে পড়ে ইরাক ছেড়ে আসার আগে ইংরেজরা কুয়েতকে আলাদা একটি রাষ্ট্র বানিয়ে তার শাসনভার দিয়ে যায় জাবির পরিবারের হাতে । কিন্তু কুয়েতের তেল উৎপাদন ও তেলের বাজারের সব কর্তৃত্ব ইংরেজরা নিজেদের হাতে রেখে দেয় । এ ছাড়াও সামগ্রিকভাবে কুয়েতের অর্থনীতির ওপর সাম্রাজ্যবাদী কব্জা কায়েম ক'রে কুয়েতকে তারা একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল । এর ফলে ইরাক তার নিজের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই আতংকিত হয় । তদুপরি ইরাকের অভিযোগ ছিল যে, উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ইংরেজ তেল কোম্পানীগুলি ভূগর্ভে ইরাক-কুয়েত সীমান্ত অতিক্রম করে গোপনে ইরাকের খনিজ তেল চুরি করে টেনে নিচ্ছিল বেশ কিছুকাল ধরে । অতঃপর কুয়েতের সাথে যোগসাজশে ইংরেজরা কুয়েতে তোলা তেল পশ্চিমী দেশগুলিকে কম দামে বিক্রীর ব্যবস্থা করে দেয় । এছাড়া ইরাকের আরো অভিযোগ ছিল যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কুয়েতে বসে ইরাকের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গোপনে নাক গলাচ্ছে ও সাদ্দাম বিরোধী গোষ্ঠীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে তাদেরকে সাদ্দাম বিরোধী সক্রিয় ভূমিকা নিতে প্ররোচিত করছে ।

অন্যদিকে সাদ্দাম হুসেনও যে খুব পরিচ্ছন্ন রাষ্ট্রনায়ক, একথা বলা যায় না ; তাঁর নিজের দেশে তাঁর বিরুদ্ধে জনমত আছে । ইরাকী কমিউনিস্ট ও দেশপ্রেমিকদের রক্তে সাদ্দামের হাত রঞ্জিত । সাদ্দামের 'বাথ' পার্টির বিরোধিতার মূল্য মৃত্যু, যেমন জরুরী অবস্থায় কংগ্রেস বিরোধিতার পরিণতি এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট বিরোধিতা করলে যা ঘটে থাকে । ইরানের সাথে সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে তার অর্থনীতি বিধ্বস্ত । তার অন্যতম মদতদাতা সোভিয়েত রাশিয়া গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রয়কার ঠেকনো দিয়েও নিজেকে ঠেকাতে পারছে না । ভারতের মত ঋণ নির্ভর দেশের কাছেও রাশিয়াকে খাদ্য প্রার্থনা করতে হচ্ছে । অন্যতম বৃহৎ শক্তি থেকে রাশিয়া আজ এক শক্তিহীন দেশে পরিণত । অতএব ইরাকী জনগণের অসন্তোষ থেকে বাঁচতে গেলে সাদ্দামকে একটা যুদ্ধ বাধাতেই হবে । ইরাকের অর্থনীতিকে বাঁচাতে অন্যের সম্পদ লুট করতেই হবে । তার সাথে আছে আরব দুনিয়ার দাদা সাজার বাসনা । মিশর ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়ে 'বেইমানি' করার ফলে আরব দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকে সরে গেছে । ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরানও পর্যুদস্ত । থাকছে সৌদি আরবের রাজা ফাহদ । রাজা ফাহদ তেল বিক্রির টাকায় মার্কিন অস্ত্র মজুত করছিলেন ইজরায়েল জুজু দেখিয়ে । কিন্তু ফাঁস হয়ে গেছে আসল উদ্দেশ্য । ঐ অস্ত্রভান্ডার দেখিয়ে তিনি

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

আরব দুনিয়ার সমীহ আদায় করতে চেয়েছিলেন। অতএব আরব দুনিয়ার দাদা সেজে ইরাকের রাষ্ট্রীয় সম্মান বাড়াতে পারলে সাদ্দাম অনেকটা সম্মানের আসনে থাকবেন নিজ দেশের বুভুক্ষ জনতার কাছে। আমরা ভারতীয় নেতৃবৃন্দকেও দেখেছি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাতব্বর হবার তাড়নায় দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা ফেলে রেখে তারা আরব দুনিয়াময় বৈঠক করে বেড়াচ্ছেন। প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সাথে তাদেরকেও যুদ্ধ বাধাতে দেখেছি আমরা বারবার। সেই একই চরিত্র, তবে আরো মারকুটে ও গোঁয়ার হচ্ছেন সাদ্দাম হুসেন।

সাদ্দাম তাঁর উদ্দেথ্য চরিতার্থ করতে তিনটি লক্ষ্যকে তাক্ করে তাঁর কাজ শুরু করলেন। প্রথমতঃ উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগাতে কুয়েতের তৈল বাণিজ্যকে বিদেশী কব্জা মুক্ত করে আরবদের হাতে তুলে দেবার দাবী জানালেন এবং গোপনে ইরাকের খনি থেকে তেল টেনে নেওয়া বন্ধের দাবী জানালেন। দ্বিতীয়তঃ একই সাথে তৃতীয় বিশ্বকে নিজের পাশে রাখার জন্য তৃতীয় বিশ্বকে কম দামে তেল বিক্রী করার আহ্বান রাখলেন। ফলে আরব দুনিয়ার মধ্যে ইরাক নিজেকে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির একমাত্র হিতৈষী হিসাবে খাড়া করে আরব দুনিয়ার নেতা হবার দাবীকে সঙ্গত প্রমাণ করতে চাইলেন। তৃতীয়তঃ ইসলামী দুনিয়াকে পাশে পাবার জন্য কুয়েতের সংকটের সাথে ইজরায়েল-ফিলিস্তিন সম্পর্ককে জুড়ে দিলেন।

এইসব করার অপর এক গূঢ় অর্থনৈতিক অভিসন্ধি সাদ্দামের ছিল। ইরানের সাথে যুদ্ধের সময় সাদ্দাম সৌদি আরব ও কুয়েতের কাছ থেকে যে প্রচুর পরিমাণ ঋণ নিয়েছিল, সেই ঋণ শোধ না করা। সাদ্দামের প্রথম প্রস্তাব (কম দামে তেল বিক্রি) বা দাবী শুনে সাম্রাজ্যবাদীরা আঁতকে উঠল। তাদের পরামর্শে সৌদি আরব ও কুয়েত ইরাককে তাদের দেওয়া ঋণ অবিলম্বে শোধ করতে জানাল। সাদ্দাম পাল্টা দাবী জানালেন, সীমান্তের তৈল ক্ষেত্রগুলি তাদের হাতে তুলে দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন তেল ব্যবসায়ীদেরকে আরব দুনিয়া থেকে তাড়াতে হবে। এই দাবীতে কর্ণপাত না করায় ইরাক কুয়েত দখল করল।

মনে রাখতে হবে ইরাক কুয়েতে ঢোকার সময় বলেছিল যে কুয়েতের আমীরের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ও দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের কবলমুক্ত করতে যে 'ন্যায়সঙ্গত' বিদ্রোহ হয়েছে, সেই বিদ্রোহ সংঘটকদের আহ্বানে তাঁদেরকে সাহায্য করতে ইরাক সেখানে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা গেল সেখানে কোন বিদ্রোহী সরকার গঠিত হ'ল না। কারণ বিদ্রোহের কাহিনীটা একটা বানানো গল্প ছিল। এর পরই সাদ্দাম বললেন, অতীতে কুয়েত ছিল

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ইরাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই ইরাক তার অঙ্গভূমি কুয়েতকে আবার নিজের একটি প্রদেশে পরিণত করল । এবারে চিন্তা করুন, ভারত যদি এই একই যুক্তিতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা ব্রহ্মদেশ দখল করে, তবে সেটা কি আমরা সমর্থন করব ? একমাত্র উগ্রজাতীয়তাবাদী (যা আসলে সাম্রাজ্যবিস্তারী বাসনা) ছাড়া এটা কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক করতে পারে না । তবে ঐসব দেশের জনগণ যদি পুনর্মিলন চান (যেমন জার্মানিতে হল, কোরিয়ায় হতে চলেছে) সেটা স্বতন্ত্র কথা । কুয়েতের লোক এমনটা চেয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। ফলে এটা আগ্রাসন ছাড়া আর কিছুই নয় ।

কিন্তু বিশ্ব গণতন্ত্রের স্বনিযুক্ত অভিভাবক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই বা এত মাথা ঘামাবার কি হল ? ইজরায়েল গোটা ফিলিস্তিনকে, জর্ডনের একাংশকে দখল করে আছে, চাদ-এর একাংশ অন্যের দখলে, আলজিরিয়া মরক্কো লড়াই চলছে আগ্রাসন নিয়ে - এমন আরো উদাহরণ দেওয়া যায় যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নীরব দর্শক মাত্র নয়, বহু ক্ষেত্রে আগ্রাসী দেশের সমর্থক ও মদতদাতা। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার নানা দেশে নিজেদের তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত । কাজেই কুয়েতের স্বাধীনতা উদ্ধারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রহ যে আসলে তৈল বাণিজ্যের ওপর নিজেদের কব্জা বজায় রাখতে, এটা বুঝতে অসুবিধা নেই কারো / আর রাষ্ট্রসংঘ ? বলবান ধনবান স্বেচ্ছাচারী পুত্রের আশ্রয়ে থাকা বৃদ্ধ পিতার মত অবস্থা তার ! একদা রাশিয়া ও চীন ভেটো দিত এইসব অপকর্মের বিরুদ্ধে । আজ সমাজতন্ত্র ছুঁড়ে ফেলে তাদের কেউ প্রকাশ্যে, আর কেউ মৌন অবলম্বন করে পরোক্ষে এই প্রবলতর মস্তান দাদাকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হচ্ছে । আজ স্তালিনের রাশিয়া, মাওয়ের চীন নেই ! বিশ্বে শান্তির গ্যারান্টাররা আজ অনুপস্থিত ।

সাদ্দাম ভালই জানেন যে কুয়েত দখলের ব্যাপারে বিশ্ব জনমত তার বিরুদ্ধে যাবে । তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে আক্রমণ করাতে পারলেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী সাধারণ বিশ্বজনমত প্রথমে নেতিবাচকভাবে এবং ক্রমশঃ ইতিবাচক হ'য়ে তার পক্ষে আসবে । হ'চ্ছেও তাই । কিন্তু তার আগে কিছু তো সমর্থক দরকার । তাই 'ইসলাম আক্রান্ত' জিগীর তুলে বিশ্বের মুসলিম মৌলবাদকে জাগিয়ে মুসলিম দেশগুলিকে নিজের পক্ষে আনা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশ থেকে সরিয়ে আনা । এই জন্যই আরব দুনিয়ার চিহ্নিত শত্রু ইজরায়েলকে যুদ্ধে নামানো দরকার । সেই কারণেই ইজরায়েলকে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ছুঁড়ে উত্তেজিত করা হচ্ছে। মধ্যযুগের ক্রুসেডের (ধর্মযুদ্ধ) হাওয়া তুলতে চাইছেন সাদ্দাম। খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদী ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইসলামি জগতে পবিত্র কাজ বলে মধ্যযুগে গণ্য হত। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী বহুজাতিক আক্রমণকারী দেশগুলিকে সাহায্য করার 'অপরাধে' সৌদি আরবসহ ইসলামি দেশগুলির সরকারকে ইসলাম বিরোধী বলে প্রতিপন্ন করে তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণকে সাদ্দাম 'যুক্তিগ্রাহ্য' করতে চাইছেন। এটা একটা ভয়ংকর বিপদ। এমনিতেই বহু দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আগে থেকেই আছে। তার ওপর সাদ্দামের এই উস্কানি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এতে কিন্তু সুবিধা হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির। সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর দেশে দেশে যে সাম্রাজ্যবাদী-যুদ্ধ বিরোধী জনমত জেগে উঠেছে, সাম্প্রদায়িকতার আবেগ তাকে স্তিমিত করে দেবে। এতে সারা বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্ম, সংখ্যায় ও যুদ্ধ কুশলতায় পিছিয়ে থাকায়, অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। সাদ্দাম নিজের গোঁয়ার্তুমি বজায় রাখতে যে হঠকারী পথ নিয়েছেন তা তাঁর নিজের ও ইসলামি দুনিয়ার পক্ষে আত্মঘাতী হয়ে উঠবে। দেখা যাচ্ছে তাই হচ্ছে। অমিতশক্তির নির্মম প্রহার হজম করতে হচ্ছে ইরাকী জনগণকে। কোনো প্রতিরোধ নেই।

ইতিমধ্যে পরিবেশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে যুদ্ধ। পারস্য উপসাগরে তেল ভেসে পাখি ও সামুদ্রিক প্রাণীর জীবন নাশ করতে আরম্ভ করেছে। ইরানে 'ব্ল্যাক রেইন' (কালি বৃষ্টি) হচ্ছে প্রায়ই। দীর্ঘকাল ধরে পরিবেশ ধ্বংস করে এক পক্ষ অপর পক্ষকে 'টাইট' দিতে চাইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভয়াবহ পরিবেশ দূষণজাত সংকটে পড়বে। আমেরিকা খুবই ভাগ্যবান দেশ। কোনও বিশ্বযুদ্ধই সে দেশের মাটিতে একটি আঁচড় অবধি কাটেনি। সেও মস্তানী করেছে 'বেপাড়ায়', নিজের পাড়াকে ঠান্ডা রেখে। ফলে নিরাপরাধ নাগরিকরা মরবে না। কিন্তু রণক্ষেত্রে নিযুক্ত তার সেনারা মরছে ও মরবে। আবার সাদ্দাম হুসেন, তাঁর বাহিনী ও ধনী ভাগ্যবান ইরাকীরা বাঙ্কারের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলেও লক্ষ লক্ষ অসহায় ইরাকী জনগণ এই যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছেন সাদ্দাম হুসেনের ঠুনকো আত্মম্ভরিতা ও দাদা সাজার বাসনার দাম মেটাতে। বিশ্বের কোনও দেশের বিপ্লবের নেতারা জনগণকে অসহায় অবস্থায় ফেলে বাঙ্কারের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকেন নি বা পরিবার পরিজনকে বিদেশের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠান নি। লেনিন, স্তালিন, মাও, হো চি মিন সবাই এর উদাহরণ। স্তালিনের ছেলে, মাও-এর স্ত্রীরা মারা গেছেন লড়াইয়ের মধ্যে।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

বাস্কার আশ্রয়ী সাদ্দামের একমাত্র তুলনা, বাস্কার আশ্রয়ী হের হিটলার।

কাজেই অবিলম্বে এই শৃগাল ও নেকড়ের লড়াই, বিশ্বের শান্তি ও সুস্থিতি এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে, বন্ধ হওয়া দরকার। বন্ধ হওয়া দরকার মানবতা ও মানবজাতির স্বার্থে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও ইরাকের যুদ্ধ এক চরিত্রের নয়। ইরাকের জনগণ লড়াই করছেন না তথাকথিত মুক্তি বা স্বাধীনতার জন্য। তাঁরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন জর্ডান, ইরান ও অন্য দেশে। নয়তো অসহায়ভাবে প্রাণ দিচ্ছেন বোমার ঘায়ে। ভিয়েতনামের জনগণ মাটি কামড়ে পড়ে থেকে লড়েছিলেন শেষ সময় পর্যন্ত, মুক্তির জন্য। তাই হো চি মিন আর সাদ্দামও এক নন। যদিও আক্রমণকারীটা একই, সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ব্যাধিটা এক হলেই রোগীরা সমচরিত্রের হয় না। আমেরিকাকে যেমন যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে - ইরাককেও তেমনি কুয়েত ছাড়তে হবে। কুয়েতের ভাগ্য নির্ধারণ করুক কুয়েতীরাই।

আমাদের দেশের একশ্রেণীর বামপন্থী (সংসদীয় বামসহ) অতিসরলীকরণের পন্থায় সাদ্দামকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহাবীর নেতা হিসাবে চিহ্নিত করছেন। একই সুরে কথা বলছেন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতারা। কারণ প্রথমতঃ সস্তায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাজা এবং দ্বিতীয়তঃ এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে নিখরচায় মুসলিম-প্রেমিক সেজে ভোট ব্যাঙ্ক ঠিক রাখা। অথচ এরাই নিকট অতীতে হিন্দুস্থানী তথা হিন্দুত্বকে হিংস্র হয়ে উঠতে প্রত্যক্ষ এবং / বা পরোক্ষভাবে মদৎ দিয়েছেন, দাঙ্গা বাধার পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সদ্ভাবনার মিছিল, মিটিং, নৃত্য-গীত-নাটকাদি উপহার দিয়ে দলীয় ক্যাডারদের কাছে শূন্য থেকে একটা ইস্যু তুলে দিয়েছেন। এখন যুদ্ধ এদের কাছে আর এক মোক্ষম ইস্যু এনে হাজির করেছে। রণদামামার ও যুদ্ধবিরোধী শান্তির গগনবিদারী বাগবিভূতিতে ঢাকা যাবে জনজীবনের সমস্যা, নিজেদের সীমাহীন অপদার্থতা ও দুর্নীতি এবং যুদ্ধের নামে এদের প্রভুদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাফল্যকে। ক্রেতা প্রতিরোধ নয়, দমদম দাওয়াই নয়, নয় কোন গণ উদ্যোগ বা কোনও সংগ্রামী আন্দোলন। পাছে ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের মত কোনও অভ্যুত্থান প্রফুল্ল সেনের মত জ্যোতি বসুর সরকারকে নড়িয়ে দেয়! তাই 'নব আনন্দে জাগো', গণ হাঁটা, গণ দন্ডী কাটা, গণ হামাগুড়ি, গণ কানামাছি ভোঁ ভোঁ, গণ এক্কা দোক্কা ইত্যাদি অভিনব ধরনের পেলব আন্দোলনে সামিল হয়ে সংগ্রামী চেতনার ধারটাকে ভোঁতা কর!

এর পাশাপাশি সৌদি আরবের সাথে চুক্তি অনুযায়ী প্রেরিতব্য চট্টের

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

থলি পাঠানো বন্ধ কর ! সংবিধান লংঘনের প্রশ্ন, বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যের এক্তিয়ারগত প্রশ্ন এসব না হয় তুলে রাখাই গেল । কিন্তু মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অহোরহ যে বহুজাতিক পুঁজিকে পোড়া বঙ্গের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আহ্বান করছেন, তাদের লাভের টাকা, কিম্বা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে বাণিজ্যচুক্তি মারফৎ ইতিমধ্যেই যে সব মাল সে সব দেশে গেছে, যাচ্ছে ও যাবে - সে সব যুদ্ধের কাজে না লাগিয়ে হরিনাম সংকীর্তনে লাগানো হবে, এমন কোনো চুক্তির কথা তো আমাদের জানা নেই । তবে এই সস্তা জিগীর কেন ? সস্তায় কিস্তিমাৎ করার জন্য । ভূলুণ্ঠিত বিপ্লবী ভাবমূর্তিকে তোলার চেষ্টা । ক্যাডারদের কাছে যা হোক একটা ইস্যু আনা । পচনশীল মেকী মার্কসবাদীদের শবদেহ থেকে নির্গত দুর্গন্ধ ঢাকতে কখনো ম্যান্ডেলা সেন্ট, কখনো গিয়াপ আতর আবার কখনো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যাত্রা দলের সেনাপতির হুঙ্কার - সবই দরকার। সাদ্দাম এদেরকে এই সুযোগটা এনে দিয়েছেন । তাই কি কৃতজ্ঞতার বশে সাদ্দামের পক্ষে নিঃশর্ত বাম সমর্থন ? নাকি এঁদের চরিত্রের সাথে সাদ্দামের সাদৃশ্য আছে বলে এই সহমর্মিতা ? ইরাকের জনগণ কিন্তু শান্তির জন্য উদ্বাগাকুল । কুয়েত ছেড়ে নতজানু হ'য়ে সাদ্দাম শান্তি ফিরিয়ে আনলেও ইরাকী জনগণ এখন তাই মেনে নেবেন । শান্তির প্রস্তাব শোনামাত্র তাঁদের এটাই প্রথম প্রতিক্রিয়া !

['প্রগতি বার্তা' পত্রিকার (মার্চ, ১৯৯১) সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত
"এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।